এসো তাওবার পথে

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭
কুরআন-হাদিসের আলোকে তাওবা ০৯
ফিরে আসো তাওবার পথে ১১
গুনাহ্ পরিত্যাগ করার উপকারিতা ১৫
সালাফের আল্লাহভীতি ১৭
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আলামত ২৯
গুনাহের কুফল ৪৬
গুনাহগারের প্রতি উপদেশ ৫১
জীবনের যত্ন কীভাবে নেব? ৫৪
মানুষ কখন সৃষ্টির সেরা জীব? ৬১
তাওবার স্বরূপ ৬৩
বিশুদ্ধ তাওবার আলামত ৮৫
পরিশিষ্ট ৮৭
গ্রন্থপঞ্জি ৮৯

ভূমিকা

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি একদিকে গুনাহ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী; অপরদিকে কঠিন আজাব প্রদানকারী। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহামানবের প্রতি, যাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে।

এবার আমরা পাঠকসমীপে أين نحن من هؤلاء (সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!) সিরিজের অষ্টম বই উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। (আরবিতে) এটির নামকরণ করা হয়েছে الفجر الصادق। এটি (ঊষার) সেই আলো, যা মুসলমানদের জীবনের মধ্যগগনে সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে উদিত হয়েছে; সেই আলো, যা গুনাহের অন্ধকার দূরীভূত করতে এবং মানবহৃদয়ে পুণ্যের আলো জ্বালাতে উদিত হয়েছে।

গোটা মানবসমাজ আজ পাপে নিমজ্জিত। দিকভ্রান্তের মতো গন্তব্যহীন পথে ছুটছে সবাই। তাদের মুক্তির পথ একটাই—তাওবার পথ। এ ঊষার আলো মানবসমাজকে সেই পথের দিশা দেবে। তাদের শুনিয়ে দেবে মহান আল্লাহর সেই ঘোষণা, যা তিনি সর্বময় প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন :

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> 'আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।'[১]

১. সুরা আল-হিজর : ৪৯

এ ঊষার আলো প্রতিটি কানে পৌঁছে দেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী—যা তিনি উম্মাহকে পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উচ্চারণ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

'মহান আল্লাহ রাতে নিজ হাত প্রসারিত করে দেন, যেন দিনে পাপকারী বান্দা (রাতে) তাওবা করে এবং দিনে নিজ হাত প্রসারিত করে দেন, যেন রাতে পাপকারী বান্দা (দিনে) তাওবা করে—যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয় (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তাওবা করার সুযোগ রয়েছে)।'[২]

পরিশেষে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে গুনাহ ও পদস্খলনের পর সাথে সাথে তাওবা-ইসতিগফারের তাওফিক দান করেন এবং আমাদের কথা ও কাজে ইখলাস দান করেন, আমিন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

২. সহিহু মুসলিম : ২৭৫৯

কুরআন-হাদিসের আলোকে তাওবা

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব ও ইবাদত করাই মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। মানুষ মাত্রই ভুল করে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনেও তার ভুল হয়। পদস্খলন ঘটে। আল্লাহ তাআলা তা জানেন। তাই তিনি মানবজাতির ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলনের ক্ষতিপূরণ করার পথ উন্মুক্ত করে রেখেছেন। আর তা হচ্ছে তাওবার পথ।

মানুষ কখনোই অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ নয়। সময়ে অসময়ে, যেকোনো মুহূর্তে মানুষ গুনাহ করে বসে। জড়িয়ে পড়ে পাপকর্মে। এ জন্য তাওবা করা মানুষের জন্য সব সময় আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাওবাকারীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।'[৩]

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'আর তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো হে মুমিনগণ, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৪]

হিদায়াত ও রহমতের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরিফে ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। নিশ্চয় আমি প্রতিদিন একশ বার তাঁর নিকট তাওবা করি।'[৫]

---

৩. সুরা আল-বাকারা : ২২২

৪. সুরা আন-নুর : ৩১

৫. সহিহু মুসলিম : ২৭০২

আরেক হাদিসে ইরশাদ করেন :

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

'প্রত্যেক আদম-সন্তানই ভুল-ত্রুটিকারী। আর ভুল-ত্রুটিকারীদের মধ্যে উত্তম হলো, যারা (ভুল বা গুনাহের পরে) তাওবা করে।'[৬]

তাওবার মাধ্যমে যারা গুনাহের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসে, তাদের ফজিলত ঈর্ষণীয়। এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে যে তাওবা করে, সে (তাওবার পরে) এমন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যার কোনো গুনাহ নেই।'[৭]

আসমানের দরজা তাওবাকারীদের জন্য উন্মুক্ত। প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য খোলা। পাপ-পঙ্কিলতার পথ ত্যাগ করে এ দরজা দিয়ে শান্তি ও স্বপ্নের জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

'অস্বীকারকারীরা ব্যতীত আমার উম্মতের সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, অস্বীকারকারী কে?" তিনি উত্তর দিলেন, "যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, সে-ই হলো অস্বীকারকারী।"'[৮]

---

৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৫১
৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৫০
৮. সহিহুল বুখারি : ৭২৮০

এই হাদিসটি সকল মুসলমানকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনায়। তবে একশ্রেণির লোক, যারা অজ্ঞতা বা অলসতার কারণে ওই রাস্তার ওপর চলে না, যে রাস্তা চিরশান্তি ও স্বপ্নের জান্নাতে পৌঁছে দেয় এবং যারা জান্নাতের অবিনশ্বর নিয়ামতের ওপর নশ্বর ইহজীবনের ভোগ্যবস্তুসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়—এই হাদিসে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ নেই।[৯]

ফিরে আসো তাওবার পথে

তুমি একনাগাড়ে গুনাহ করে যাচ্ছ; তাওবা করে গুনাহ থেকে ফিরে আসার ভাবনা নেই তোমার মাঝে। কোন সে মিথ্যে স্বপ্ন, যার মাঝে তুমি বিভোর হয়ে আছ? অথচ তোমার আমলনামায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে যাচ্ছে পাপের বয়ানে। আফসোস! তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেল? তোমাকে এত করে বলছি, পুণ্যের পথে ফিরে আসো। কিন্তু কী আশ্চর্য! ফিরে আসার নামগন্ধও নেই তোমার মুখে। হে ভাই, কখন ভাঙবে তোমার এ নিদ্রা? কখন তুমি দুনিয়ার অলসতা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে আখিরাতের আমল নিয়ে ব্যস্ত হবে? ব্যস্তময় পৃথিবীর ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে নিয়ে একটু ভাবো। দেখো, কী করুণ অবস্থা হয়েছে তোমার? তোমার অন্তর কি পাষাণ হয়ে যায়নি? তুমি কি আলস্য-নিদ্রায় বিভোর নও? মিথ্যে আশা কি তোমায় প্রতারিত করে রাখেনি? হে ভাই, এ সবই শয়তানি ওয়াসওয়াসা। সময় থাকতেই এসব পরিত্যাগ করো।

হাসান বসরি রহ. বলেন, 'হে আদম-সন্তান, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তাওবা করার চেয়ে অনেক সহজ।'[১০]

কবি বলেন :

إني بليت بأربع يرمينني *** بالنبل قد نصبوا علي شراكا
إبليس والدنيا ونفسي والهوى *** من أين أرجو بينهن فكاكا
يا رب ساعدني بعفو إنني *** أصبحت لا أرجو لهن سواكا

---

৯. ওয়াহাতুল ইমান : ১/১২৫
১০. আজ-জুহদ, ইমাম আহমাদ : ২৪২